দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এ মতবিনিময় সভায় দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শাবু তরফদার। এসম তিনি বলেন, শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষার উন্নয়নে শুধু শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের নয়, অভিভাবক ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরো বলেন, “একটি শিক্ষিত জাতি গড়তে হলে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আমি সবসময় আপনাদের পাশে আছি এবং থাকব।”

এসময় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শিক্ষকবৃন্দরা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসমত আলী, শিক্ষক সাইদুর রহমান, মাহমুদা, শামসুন নাহার তুলি, হাসান আলী, নাসরিন আক্তারী, হাফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মেহবুব, শামসুন নাহার হীরা, সঞ্চিতা রাণী, শারমিন সুলতানা, সাথী রাণী, আব্দুস সালাম, কামাল হোসেন, খোরশেদ আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক রফিকুল ইসলাম।

শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার

নারীর অধিকার আজকের বিশ্বে আর কেবল একটি আলোচ্য বিষয় নয় বরং এটি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষা নারীর আত্মনির্ভরতার প্রথম শর্ত। আর সামাজিক নিরাপত্তা তার স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। একজন নারী যখন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হন, তখন তিনি কেবল নিজের জীবনই নয়, পরিবার ও সমাজকেও উন্নতির পথে এগিয়ে নেন। একইভাবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাকে সহিংসতা, বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। তাই শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার রক্ষার মূল ভিত্তি এবং টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বিশ্বে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। সকল কাজে পুরুষের প্রাধান্য নারীকে পেছনে ফেলে দেয়। কিন্তু এই পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে নারীকেও সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নারীর ন্যায্য অধিকারকে সমুন্নত করতে হবে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি জাতি সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারে। নারী শিক্ষিত হলে একটি গোটা জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর তাই নারী শিক্ষা হলো নারীদের অন্যতম প্রধান অধিকার। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি এবং দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের মতো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের এসকল নীতি ও উদ্যোগের ফলে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট স্বাক্ষরতার হার ৭৭.৯% এবং নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৭৫.৮% এবং ৮০.১%। তবে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ৫০.৭%, মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর ৫৩% ছাত্রী ও উচ্চ মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থীর ৪৮.৭৫% ছাত্রী। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণও দিন দিন বাড়ছে। উচ্চশিক্ষায় মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ভর্তির হার ৪৫.৫৭%, যা বিগত বছরগুলোর চেয়ে বেশ সন্তোষজনক।

২০২৫ সালে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩% ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষাতে ২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর ২৯.৫৩% নারী ছিল, যা ২০২২ সালে ছিল ২৭.১২%। যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে বাড়ছে, তবে নারী শিক্ষার প্রসার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে অংশ নিচ্ছেন। ১৯৯০-এর দশকে যেখানে কর্মসংস্থানে নারীর উপস্থিতি ছিল ২৪.৬৫%, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে। এটি দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

এছাড়া দেশে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০-৭৫%। শুধু শিক্ষাই নারীর একমাত্র অধিকার নয়। নারীর পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়া ২৯ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভ করবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের অগ্রযাত্রাকে সুষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নারীদের জন্য বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৬৫০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা মাসিক ৬৫০ টাকা এবং দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। এসকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সঠিক ব্যক্তি যাতে

উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন, সে জন্য ‘ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (ডিএসআর)’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নারীদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এতে করে নারীর আর্থিক সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বাংলাদেশে নরীরা বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজারে প্রবেশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে প্রকৃত সমতা অর্জনের জন্য এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন- পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্যসহ নানারকম সমস্যা। বাংলাদেশে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সাংবিধানিক মর্যাদার পাশাপাশি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আইন রয়েছে। এই আইনগুলো নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। এগুলো মূলত সংবিধানের সমতা ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

পারিবারিক অধিকার নিশ্চিত করতে মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে নারীর বিবাহ, ভরণ-পোষণ, তালাক, দেনমোহর, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়। নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার, অপহরণ ইত্যাদি বন্ধ ও কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০৩, ২০২০, ২০২৫ সালে সংশোধিত)। এই আইনের ২০২৫ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ধর্ষণের মামলা তদন্তের সময় ৩০ দিন থেকে কমিয়ে ১৫ দিন এবং মামলার বিচার কাজ শেষ হওয়ার সময় ১৮০ দিন থেকে কমিয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। ফলে নারী নিপীরণের মামলার রায় প্রদান ত্বরান্বিত হবে পাশাপাশি এধরনের অপরাধও কমে আসবে। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশেষ পরিস্থিতি বাদে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করলে শাস্তির বিধান রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২; সমান মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি (৬ মাস),কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও বৈষম্যহীন পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), স্বামী বা পারিবারিক সদস্য কর্তৃক সহিংসতার শিকার নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১; মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন

আইন, ২০১২; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ ইত্যাদি।

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন দমন করতে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের সুরক্ষাজনিত সেবা আরও সহজীকরণ করা যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কলসেবা নম্বর ১০৯ সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা যেতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইসিটি, ই-কমার্স ও ডিজিটাল কর্মসংস্থানে নারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি নীতি ও সামাজিক উদ্যোগে বাংলাদেশ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার, সুশীল সমাজ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যদি যৌথভাবে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আইন প্রয়োগ, অর্থনৈতিক সমতা, সচেতনতা আর প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বৈষম্যহীন নারীবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্তি, সুস্থ জীবন, মানসম্মত শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতাসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিষয় নয় বরং এটি একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক অগ্রগতি ও মানবিক বিকাশের সূচক। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা যেমন জ্ঞানে ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে তারা পায় বাঁচার নিশ্চয়তা ও সামাজিক মর্যাদা। তাই নারী যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকলের। নারী যখন নিরাপদ ও শিক্ষিত, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে আলোকিত ও উন্নত হয়।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের

হাড়গাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

ক্রীড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য

উপকরণ প্রদান

ভিএসও বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় যুব ফোরাম কর্তৃক আলমডাঙ্গার হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রিড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন এর নেতৃত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগের উপদেষ্টা মোঃ আজিজুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম এর সদস্যবৃন্দ ও অনান্য শিক্ষক মন্ডলি ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।

যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন বলেন, ভিএসও বাংলাদেশ যুব ফোরাম এর মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলাতে একটা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল করার লক্ষে বিভিন্ন উপকরণ দিচ্ছে ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু হবে আশা করি। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে উপস্থাপনা করেন, যুব ফোরাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ঈশান বাবু।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এই চেতনায় ইয়ুথ ফোরাম ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ঝরে পড়া রোধ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু দরিদ্র কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের

মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে হোম ভিজিটের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্কুল ব্যাগ, খাতা ও স্কুল ইউনিফর্ম। আয়োজকরা জানান আর্থিক অসুবিধা যেন কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথে অন্তরায় না হয়, সেটিই তাদের এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, ইয়ুথ ফোরামের তরুণ সমাজসেবীরা, ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিগণ। তাঁরা সবাই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন এটি শুধু শিক্ষার্থীদের উপকৃত করবে না, বরং অভিভাবক ও সমাজকেও শিক্ষা সম্পর্কে আরও সচেতন করবে।

উপকরণ পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জানায়, তারা পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হবে এবং একদিন সমাজ ও দেশের জন্য বড় কিছু করতে চায়। অভিভাবকরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বক্তারা বলেন শিক্ষার আলো সবার জন্য উন্মুক্ত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ সামান্য করে এগিয়ে আসে, তবে কোনো শিশুই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

এই মহৎ আয়োজনকে সফল করতে সকলে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং ওয়াচ গ্রুপ, ইয়ুথ ফোরাম ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানান তাদের এই কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। কারণ—শিক্ষিত প্রজন্মই পারে সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে, আর প্রতিটি শিশুর হাতে কলম তুলে দেওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মেহেরপুরে শিক্ষার মান উন্নয়নে

অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম, এডহক কমিটির সাবেক সভাপতি নাসির উদ্দিন, আকসেদ আলী, সহকারী শিক্ষক কামরুল ইসলাম, এইতেসামুল হকসহ গ্রামের আমন্ত্রিত সুধীজন, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। শিক্ষার মান বাড়াতে অভিভাবকদের আরও বেশি সচেতন ও অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান অতিথিরা।

দর্শনায় বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন

দর্শনায় বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রতিবন্ধী সাহায্য বিষয়ক সেবা সংস্থার কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম। গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে তিনি দর্শনা বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানায়, বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকা শিরিনা আক্তার, বিদ্যালয়ের সভাপতি আঃ

কাদের ও শিক্ষকবৃন্দরা। বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। সেবা সংস্থার কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম বিদ্যালয়টি ঘুরে ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি বলেন, এ বিদ্যালয়টি চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমি বিদ্যালয়টির কাগজপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি খুব তাড়াতাড়ি সরকারি তালিকাভুক্ত হবে বলে আশা করছি।

এ স্কুলে প্রায় ২ শতাধিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ স্কুলের মান অনেক ভালো। তিনি সন্তুষ্ঠ প্রকাশ করে চলে যান।

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

“শুভ কাজে সবার পাশে” এই স্লোগানকে ধারণ করে মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে ১০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ জুলাই) সকালে এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই শিক্ষা উপকরণ তুলে দেন সংগঠনটির সদস্যরা।

বসুন্ধরা শুভসংঘের শিক্ষা উপকরণ পেয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে খাতা, কলম, হার্ডবোর্ড, স্কেল, ফাইল ও জ্যামিতি বক্স তুলে দেওয়া হয়েছে।

কলেজ শিক্ষক ও বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এস. এম. রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন এস. এম. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ, বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ সংগঠক মো. নাফিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. অনিক হাসান, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান, নির্বাহী সদস্য হ্যাপি, লামিয়া, মোমিনুর রহমান, মোনিব প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে এস. এম. রফিকুল আলম বকুল বলেন, “শুভ কাজে সবার পাশে” এটা শুধু স্লোগান নয়, বসুন্ধরা শুভসংঘ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে সবসময় থাকবে।

তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় আরও উৎসাহিত হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভালো লেখাপড়া ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তোমরা নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদেরকে সমাজ ও দেশের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

শিক্ষা উপকরণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, খুব ভালো লাগছে, খুশি হয়েছি, আমি ভালো করে লেখাপড়া করব।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুচী বলেন, আজকের শিক্ষাসামগ্রী পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ বসুন্ধরা শুভসংঘের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এর আওতায় আনার আহ্বান জানান। তিনি সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত ও গরিব কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের আরও বেশি উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

কাগজে-কলমে কলেজ, বাস্তবে ফাঁকা মাঠ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত ‘মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট’ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরে কাগজে-কলমে পরিচালিত হলেও বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটিতে নেই কোনো শিক্ষার্থী, নেই কোনো শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম।

অথচ শিক্ষা অফিসের তালিকায় প্রতি বছরই এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১০

থেকে ১৫ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চলতি বছরও জেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে বলে উল্লেখ রয়েছে। মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে। ওই কেন্দ্রের পরীক্ষা কমিটির সদস্য মো. জাহিদুল আলম জানান, কেউই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেনি, এমনকি কেউ পরীক্ষায়ও অংশ নেয়নি।

অভিযোগ রয়েছে, ২০০৫ সাল থেকেই নিয়মিতভাবে ভুয়া পরীক্ষার্থী দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রায়হান মুজিবের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন কলেজেই অবস্থান করছেন। আমরাও কলেজে জানালে তিনি দুখ প্রকাশ করেন। পরে তিনি স্বীকার করেন বর্তমানে কেবলমাত্র কাগজে-কলমে ২৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এবছর ১০ জন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

অভিযোগ অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৪ সালে রাজনৈতিক প্রভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় এই কলেজ। তবে এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানমুখো হওয়া বন্ধ করে দেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ভবনটি স্থানীয়দের কাছে কার্যত গুদামঘরে পরিণত হয়েছে। মাঠে কাজ করতে যাওয়া শ্রমজীবী বজলুর রহমান প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে পতাকা এনে কলেজে উত্তোলন করেন এবং কাজ শেষে আবার পতাকা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। এজন্য তাকে মাস শেষে কিছু হাতখরচ দেয়া হয়। বজলুর রহমানও বিষয়টি স্বীকার করেন। প্রতিষ্ঠানটির বারান্দা ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষিপণ্যের অস্থায়ী সংরক্ষণাগার হিসেবে। অথচ কাগজে-কলমে এখনো সেখানে কর্মরত রয়েছে ৫ জন শিক্ষক ও ৬ জন কর্মচারী।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হযরত আলী বলেন, “বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন এখনো বাতিল হয়নি। ফলে এটি অফিসিয়ালি বন্ধ হিসেবে তালিকাভুক্ত নয়। তবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটির কোনো কার্যক্রম নেই, বিষয়টি আমরা অবগত।” তবে তিনি স্বীকার করেন এবারও এইচএসসি পরীক্ষায় ওই প্রতিষ্ঠানের ১০ জন অংশ নেয়ার তালিকা দিয়েছেন জেলা প্রশাসন।

আমঝুপিতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শনিবার সকাল ১০টায় আমঝুপির মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে “সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ” বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করে। মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ইসমাইল হোসেন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, এবং আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

এছাড়া সভায় কমিটির অন্যান্য সদস্য, স্থানীয় শিক্ষক, ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মেহেরপুর জেলার, বিশেষ করে গ্রামীণ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ, এবং প্রাথমিক শিক্ষায় স্বদায়বদ্ধতার ভিত্তিতে গণঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্যোগ, তাদের সার্বিক অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ, এবং এসডিজি অর্জনে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন ও মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তাদের পেশাগত সীমাবদ্ধতা, সরকারি সুযোগ-সুবিধায় বৈষম্য এবং বাজেট বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে মউক-এর দীর্ঘ এক যুগ ধরে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

সাদ আহম্মেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই ফলপ্রসূ আলোচনায় আরও উপস্থিত ছিলেন মউক-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ ও চাঁদতারা সূর্য।

জেলায় দাখিলে পাশের হার ৩২.৮৯ শতাংশ, জিপিএ মাত্র একজন

মেহেরপুর জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষা মান বেহাল অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। দাখিল পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এ বছর পাশের হার কমেছে ৪২ শতাংশ। ৩৩ পেয়ে পাশ করার মত ফলাফলও হয়নি ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায়। জেলায় ২৫টি মাদ্রাসা থেকে ৬৯০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২২৭ জন। পাশের হার মাত্র ৩২.৮৯ শতাংশ। যেখানে পাশ মার্ক নির্ধারণ হয় ৩৩ এ।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১টি মাদ্রাসা থেকে ৩২৬ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১০৫ জন। জিপিএ ৫ পায়নি কেউ। এ উপজেলায় পাশের হার ৩২ শতাংশ। গাংনী উপজেলার ১০ টি মাদ্রাসা থেকে ২৮০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮৮ জন। এ উপজেলায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার আর কম ৩১.৪২ শতাংশ। এ উপজেলায় শতভাগ ফেল করেছে এমন মাদ্রাসাও আছে একটি। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা। এ উপজেলায় ৪টি মাদ্রাসা থেকে ৮৪ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৩৪ জন। জিপিএ ৫ না পেলে পাশের হার ৪০.৪৭ শতাংশ।

গত বছর ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় জেলা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলো ৬৫৩ জন। পাশ করেছিলো ৪৮৫ জন। পাশের হার ছিলো ৭৪.২৩ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছিলো ১১ জন।

মেহেরপুর জেলার ২০২৪ ও ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে। ফলাফল বিপর্যয় ঠেকাতে শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ, অভিভাবকদের সচেতনতা ও শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মাদ্রাসা ভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে সদর উপজেলার মেহেরপুর দারুল উলুম আহম্মদিয়া কালিম মাদ্রাসায় ৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাশ করেছে। পাশ এর হার ৪৪ শতাংশ। আমঝুপি ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসায় ৪৫ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২৭ জন। পাশের হার ৬০ শতাংশ। গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২৮ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮ জন। পাশের হার মাত্র ২৯ শতাংশ। নতুন

দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসায় ৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫ জন। পাশের হার মাত্র ১৩ শতাংশ। রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৩৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৬ জন। পাশের হার ১৭ শতাংশ। তাঁতীপাড়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩ জন। পাশের হার ১৩ শতাংশ। ইসলামনগর হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা ২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৩ জন। পাশের হার ৬৫ শতাংশ। কুলবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসায় ২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩ জন। পাশের হার ১৪.২৯ শতাংশ। কোলা দাখিল মাদ্রাসা থেকে ১৮ জনের মধ্যে পাস করেছে ২ জন। পাশের হার ১১ শতাংশ। পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৩৩ জনের মধ্যে পাস করছে ১৪ জন। পাশের হার ৪২ শতাংশ। আশরাফপুর দারুল সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫ জন। পাশের হার ২৪ শতাংশ।

মুজিবনগরের মানিকনগর ডিএসএ আলিম মাদ্রাসা থেকে ২৯ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১৩ জন। পাশের হার ৪৪.৮২ শতাংশ। দারিয়াপুর গাওছিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২৭ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১৪ জন। পাশের হার ৫১.৮৫ শতাংশ। শিবপুর দারুল কুরআন দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৯ জনের মধ্যে পাশ করেছে ৩ জন। পাশের হার ৩৩.৩৩ শতাংশ। আয়েশা নগর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ১৯ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৪ জন। পাশের হার ২১.০৫ শতাংশ।

গাংনী উপজেলার কাজীপুর দাখিল মাদ্রাসায় ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৬ জন। পাশের হার ২০ শতাংশ । সাহারবাটি কলোনিপাড়া আল মারকাজুল মাদ্রাসায় ৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ২১ জন। পাশের হার ৫৬.৭৫ শতাংশ । গাংনী সিনিয়র আলিম মাদ্রাসায় ৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ১৫ জন। পাশের হার ৩৭.৫ শতাংশ । হাড়াভাংগা দারুল হাদি ফাজিল মাদ্রাসায় ৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬ জন। এ প্লাস প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১ জন। পাসের হার ১৯.৩৫ শতাংশ। করমদি দারুস সুন্নাত নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ১০ জন। পাশের হার ৪৭.৬১ শতাংশ। বাদিয়াপাড়া মহসিনা দাখিল মাদ্রাসায় ২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬ জন। পাশের হার ২৮.৫৭ শতাংশ। মানিকদিয়া আগারপাড়া আলিম মাদ্রাসায় ৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৫ জন। পাশের হার ৪৬.৮৭ শতাংশ । পীরতলা দাখিল মাদ্রাসায় ১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কেউ পাশ করে নি। আইদা কলিম দাখিল মাদ্রাসায় ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৮ জন। পাশের হার ২৬.৬৬ শতাংশ। বামুন্দী দাখিল মাদ্রাসায় ২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১ জন। পাশের হার ৫

শতাংশ।

শতভাগ ফেল করা গাংনীর পীরতলা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী শরিফুল ইসলাম বলেন, “কেন যে কেউ পাশ করলো না বুঝতে পারছি না। গতবছর ১৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৭ জন পাশ করেছিলো। আমাদের আশা ছিলো এবারও ৬/৭ জন পাশ করবে। ”
সদর উপজেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী মোহাম্মদ আলী লাল্টু বলেন, “সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, দুর্বল সন্তানকে অভিভবাবকরা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবকরা অসচেতন। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার থেকে মাদ্রাসার শিক্ষার সিলেবাস বেশি। ফলে একেতো দুর্বল শিক্ষার্থী তার উপরে সিলেবাসের চাপ যে কারণেই মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “এর মধ্যে থেকেও শিক্ষকরা দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিয়ে চেষ্টা করছেন তাদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন করার। তবে কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর রেজাল্ট বেশি খারাপ বলেও তিনি স্বীকার করেন।”

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “ যশোর বোর্ডে সবনিম্ম পাশের হার মেহেরপুরে। মাদ্রাসার অবস্থা আরও খারাপ। যা দেখে মেহেরপুর জেলার সার্বিক শিক্ষার মানের অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে। শুধু শিক্ষকদের দায়ই নয়, অভিভাবক এবং শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ তৈরিতে আমাদের সমাজকেও এর দায় নিতে হবে। না হলে শিক্ষার এ বিপর্যয় থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না। পাশের জেলাগুলোতে ভাল ফলাফল হচ্ছে অথচ মেহেরপুরে কেন হচ্ছে না, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে, তবেই মাদ্রাসাসহ সবক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।”

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: হযরত আলী বলেন,“শুধু মাদ্রাসা না জেলাতেই এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে। আমি সকল মাদ্রাসা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সুপারদের ডাকবো। কিভাবে আগামী বছর থেকে ভালো ফলাফল করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।”